<u>আযাব সংক্রান্ত পবিত্র</u>

<u>কোরআনের আয়াত-১</u>

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়ঃ <u>আযাব</u> সংক্রান্ত পবিত্র

কোরআনের আয়াত-১

১) কাফেরদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তাই তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট <u>আযাব।</u>

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7)

তাই তাদের জন্য রয়েছে বিরাট <u>আযাব।</u>

সুরা ২ আল বাকারা, আয়াতঃ ৭

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ (7)

আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহের উপর ও তাদের কর্ণসমূহের উপর মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।

২) মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

সুরা ২ আল বাকারা, আয়াতঃ ১০

(10) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

তাদের অন্তরে ব্যাধি(রোগ) রয়েছে, উপরন্তু আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরোও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা মিথ্যা বলতো।

৩) ফেরাউনের লোকেরা মুসার কওমকে নিমজ্জিত করে রেখেছিল কঠিন আযাবে, আল্লাহ তাদের ফেরাউনের আযাব থেকে নাজাত দিয়েছিলেন।

সুরা ২ আল বাকারা, আয়াতঃ ৪৯

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
(49) وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

এবং যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের সম্প্রদায় হতে বিমুক্ত করেছিলাম-তারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতো, তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করতো ও

তোমাদের কন্যাগণকে জীবিত রাখতো এবং এতে তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের জন্যে মহাপরীক্ষা ছিল।

৪) বনী ইসরাঈলদেরকে আল্লাহর প্রতি পাকা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য দুনিয়ার জীবনে তাদের গ্রাস করবে হীনতা-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, আর কিয়ামতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিনতম আযাবে।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ

আর কিয়ামতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিনতম আযাবে।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ৮৫

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)

অনন্তর তোমরাই সেই লোক যারা (পরস্পর) তোমাদের নফস্ সমূহকে হত্যা করছো এবং তোমরা তোমাদের মধ্য হতে এক দলকে তাদের গৃহ হতে বহিষ্কৃত করে দিচ্ছ, তাদের প্রতি শত্রুতা বশতঃ অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে সাহায্য করছো এবং তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসলে তোমরা তাদেরকে বিনিময় প্রদান কর; অথচ তাদেরকে বহিষ্কৃত করা তোমাদের জন্যে অবৈধ; তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর ও কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই এবং কিয়ামত দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তোমরা যা করছো আল্লাহ তদ্বিষয়ে অমনোযোগী নন।

৫) যেহেতু তারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করেছে, সুতরাং (কিয়ামতে) তাদের আযাব হাল্কা করা হবে না।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ৮৬

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (86)

এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে; অতএব তাদের দন্ড লঘু হবে না ও তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।

৬) কতই না মন্দ সেই জিনিসটি যার বিনিময়ে তারা বিক্রয় করেছে নিজেদেরকে। আর কাফিরদের জন্য তো অপমানকর আযাবই রয়েছে।

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ (90)

আর কাফিরদের জন্য তো রয়েছে অপমানকর আযাব।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ৯০

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن
فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ مُّهِينٌ (90)

তারা নিজ জীবনের জন্য যা ক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট, যেহেতু আল্লাহ তাঁর দাসগণের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ অবতারণ করেন- শুধু এ কারণে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা বিদ্রোহবশতঃ তা অবিশ্বাস করছে, অতঃপর তারা কোপের পর কোপে পতিত

হয়েছে, এবং কাফিরদের জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

৭) ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তারা (ইহুদীরা) প্রত্যেকেই কামনা করে হাজার বছর বাঁচার। কিন্তু দীর্ঘ বয়স কিছুতেই তাকে আযাব থেকে দূরে রাখতে পারবে না।

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ

কিন্তু দীর্ঘ বয়স কিছুতেই তাকে আযাব থেকে দূরে রাখতে পারবে না।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ৯৬

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ

أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96)

এবং নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদের অপেক্ষাও অধিকতর আয়ু আকাঙ্ক্ষী পাবে; তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে সে যেন হাজার বছর আয়ু প্রাপ্ত হয় এবং দীর্ঘায়ুও তাকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবে না এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার মহা পরিদর্শক।

৮) নবীর কথা মু'মিনরা অমান্য করলে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ১০৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104)

হে মু'মিনগণ! তোমরা 'রায়েনা' বলো না বরং 'উরযুনা' বলো এবং শুনে নাও; আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

৯) যারা মসজিদে গমন থেকে মুসলমানদেরকে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা-অমর্যাদা এবং আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে বড় আযাব।

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)

আর আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে বড় আযাব।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ১১৪

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)

এবং যে কেউ আল্লাহর মসজিদসমূহের মধ্যে তার নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছে এবং তা ধ্বংস করতে প্রয়াস চালিয়েছে- তার অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? এ ধরণের ব্যক্তিদেরকে শংকিত অবস্থায়ই তন্মধ্যে প্রবেশ করা উচিত; তাদের জন্যে ইহলোকের দুর্গতি এবং পরলোকে কঠোর শাস্তি রয়েছে।

১০) মক্কানগরী সম্পর্কে ইবরাহীমের দোয়ার জবাবে আল্লাহ বলছেন, কাফেরদেরকেও দুনিয়ার জীবনে জীবন সামগ্রী সরবরাহ করা হবে, তবে আখেরাতে তাকে বাধ্য করবো আগুনের আযাব ভোগ করতে।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ১২৬

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ
آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ
عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126)

যখন ইবরাহীম(আঃ) বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! এ স্থানকে আপনি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে উপজীবিকার জন্যে ফল শস্য প্রদান করুন, তিনি বলেন যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে

আমি অল্পদিন শাস্তি দান করবো, তৎপরে তাদেরকে আমি জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো, এটি নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থান!

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা দোয়া করি, হে আমার রব, আমাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত অপদস্ত করো না এবং আখেরাতের আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো আমরা তওবা, করেছি অনুতপ্ত হয়েছি, মন্দ কাজ থেকে ফিরে এসেছি, শপথ করেছি কোরআন ও হাদীস মোতাবেক জীবন-যাপন করবো এবং মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবো।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

....